একাদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

নিশম্য গদতামেবমৃষীণাং ধনুষি ধ্রুবঃ ।
সন্দধেঽস্ত্রমুপস্পৃশ্য যন্নারায়ণনির্মিতম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **গদতাম্**—বাণী; **এবম্**—এইভাবে; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **ধনুষি**—তাঁর ধনুকে; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **সন্দধে**—যুক্ত করলেন; **অস্ত্রম্**—বাণ; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে; **যৎ**—যা; **নারায়ণ**—নারায়ণের দ্বারা; **নির্মিতম্**—নির্মিত।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজ মহর্ষিদের অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী শ্রবণ করে, জল স্পর্শ করে আচমন করলেন এবং তার পর ভগবান নারায়ণের নির্মিত বাণ তাঁর ধনুকে যুক্ত করলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীনারায়ণ ধ্রুব মহারাজকে তাঁর নিজের তৈরি একটি বিশেষ বাণ দান করেছিলেন, এবং ধ্রুব মহারাজ যক্ষ নির্মিত মায়া নাশ করার জন্য সেই বাণটি তাঁর ধনুকে যোজন করলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলা হয়েছে—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে* । পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ ব্যতীত কেউই মায়াশক্তিকে অতিক্রম করতে পারে না। এই যুগের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের একটি সুন্দর অস্ত্র দিয়েছেন, যে-সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে, *সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র*—এই যুগে *নারায়ণাস্ত্র,* বা মায়াকে দূর করার অস্ত্র হচ্ছে অদ্বৈত

প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর এবং শ্রীবাস আদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা।

শ্লোক ২

সন্ধীয়মান এতস্মিন্মায়া গুহ্যকনির্মিতাঃ ।
ক্ষিপ্রং বিনেশুর্বিদুর ক্লেশা জ্ঞানোদয়ে যথা ॥ ২ ॥

সন্ধীয়মানে—তিনি যখন তাঁর ধনুকে সন্ধান করছিলেন; **এতস্মিন্**—এই নারায়ণাস্ত্র; **মায়াঃ**—মায়া; **গুহ্যক-নির্মিতাঃ**—যক্ষদের দ্বারা সৃষ্ট; **ক্ষিপ্রম্**—অতি শীঘ্র; **বিনেশুঃ**—বিনষ্ট হয়েছিল; **বিদুর**—হে বিদুর; **ক্লেশাঃ**—মায়িক বেদনা এবং আনন্দ; **জ্ঞান-উদয়ে**—জ্ঞানের উদয়ে; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ ধনুকে নারায়ণাস্ত্র যোজন করা মাত্রই যক্ষনির্মিত মায়া দূর হয়ে গেল, ঠিক যেমন পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে, সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ এবং সুখ দূর হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সূর্যের মতো, আর মায়া অন্ধকার-সদৃশ। অন্ধকারের অর্থ হচ্ছে আলোকের অনুপস্থিতি; তেমনই মায়া মানে হচ্ছে কৃষ্ণচেতনার অনুপস্থিতি। কৃষ্ণচেতনা এবং মায়া সর্বদাই পাশাপাশি রয়েছে। কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ হওয়া মাত্রই জড় অস্তিত্বের মায়িক দুঃখ এবং সুখ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। *মায়াম্ এতাং তরন্তি তে*—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের নিরন্তর কীর্তন মায়ার মোহময়ী প্রভাব থেকে আমাদের সর্বদা দূরে রাখবে।

শ্লোক ৩

তস্যার্ষাস্ত্রং ধনুষি প্রযুঞ্জতঃ
সুবর্ণপুঙ্খাঃ কলহংসবাসসঃ ।
বিনিঃসৃতা আবিবিশুর্দ্বিষদ্বলং
যথা বনং ভীমরবাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥ ৩ ॥

তস্য—ধ্রুব মহারাজ যখন; **আর্ষ-অস্ত্রম্**—নারায়ণ ঋষি কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্র; **ধনুষি**—তাঁর ধনুকে; **প্রযুঞ্জতঃ**—যুক্ত করলেন; **সুবর্ণ-পুঙ্খাঃ**—সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত (ধনুক); **কলহংস-বাসসঃ**—কলহংসের পক্ষের মতো পালকযুক্ত; **বিনিঃসৃতাঃ**—নিঃসৃত হল; **আবিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিল; **দ্বিষৎ-বলম্**—শত্রুসৈন্য; **যথা**—ঠিক যেমন; **বনম্**—বনে; **ভীম-রবাঃ**—ভীষণ শব্দে; **শিখণ্ডিনঃ**—ময়ূর।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন নারায়ণ ঋষি নির্মিত সেই অস্ত্রটি তাঁর ধনুকে যোজন করলেন, তখন তা থেকে সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত এবং কলহংসের পক্ষের মতো পালক-সমন্বিত শরসমূহ নিঃসৃত হল। ময়ূরেরা যেমন ভীষণ শব্দ করতে করতে বনের মধ্যে প্রবেশ করে, সেই শরসমূহ তেমনই শত্রুসেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হল।

শ্লোক ৪

তৈস্তিগ্মধারৈঃ প্রধনে শিলীমুখৈ-
রিতস্ততঃ পুণ্যজনা উপদ্রুতাঃ ।
তমভ্যধাবন্ কুপিতা উদায়ুধাঃ
সুপর্ণমুন্নদ্ধফণা ইবাহয়ঃ ॥ ৪ ॥

তৈঃ—তাদের দ্বারা; **তিগ্ম-ধারৈঃ**—তীক্ষ্ণধার; **প্রধনে**—রণভূমিতে; **শিলী-মুখৈঃ**—বাণ; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **পুণ্য-জনাঃ**—যক্ষগণ; **উপদ্রুতাঃ**—অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে; **তম্**—ধ্রুব মহারাজের প্রতি; **অভ্যধাবন্**—ধাবিত হল; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **উদায়ুধাঃ**—অস্ত্র উত্তোলন করে; **সুপর্ণম্**—গরুড়ের প্রতি; **উন্নদ্ধ-ফণাঃ**—ফণা উন্নত করে; **ইব**—সদৃশ; **অহয়ঃ**—সর্প।

অনুবাদ

সেই সমস্ত তীক্ষ্ণধার বাণ শত্রু-সৈন্যদের বিচলিত করেছিল, যারা প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য অনেক যক্ষ তাদের অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করে, মহা ক্রোধে ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হল। সর্প যেমন ফণা উন্নত করে গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, সমস্ত যক্ষ সৈনিকেরাও সেইভাবে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫

স তান্ পৃষৎকৈরভিধাবতো মৃধে
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরোদরান্ ।
নিনায় লোকং পরমর্কমণ্ডলং
ব্রজন্তি নির্ভিদ্য যমূর্ধ্বরেতসঃ ॥ ৫ ॥

সঃ—তিনি (ধ্রুব মহারাজ); **তান্**—সমস্ত যক্ষদের; **পৃষৎকৈঃ**—তাঁর বাণের দ্বারা; **অভিধাবতঃ**—অভিমুখে ধাবিত; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **নিকৃত্ত**—বিচ্ছিন্ন হয়ে; **বাহু**—হাত; **ঊরু**—জঙ্ঘা; **শিরঃ-ধর**—গলা; **উদরান্**—উদর; **নিনায়**—প্রদান করেছিলেন; **লোকম্**—লোকে; **পরম্**—পরম; **অর্ক-মণ্ডলম্**—সূর্যমণ্ডল; **ব্রজন্তি**—যায়; **নির্ভিদ্য**—ভেদ করে; **যম্**—যাতে; **ঊর্ধ্ব-রেতসঃ**—ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী, যাঁদের বীর্য কখনও স্খলিত হয় না।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন দেখলেন যে, যক্ষরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর বাণের দ্বারা তাদের খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তাদের শরীর থেকে বাহু, পা, মাথা, পেট আলাদা করে, তিনি সেই যক্ষদের সূর্যমণ্ডলের উপরিস্থিত লোক প্রদান করেছিলেন, যা কেবল সর্বোত্তম ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারীরাই প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

অভক্তদের পক্ষে ভগবান বা তাঁর ভক্তদের দ্বারা নিহত হওয়া মঙ্গলজনক। ধ্রুব মহারাজ নির্বিচারে যক্ষদের সংহার করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁর হস্তে নিহত হওয়ার ফলে সেই লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা কেবল ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারীরাই প্রাপ্ত হন। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী অথবা ভগবানের হস্তে নিহত অসুরেরা ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক প্রাপ্ত হন, এবং ভগবদ্ভক্তের হস্তে নিহত ব্যক্তিরাও সত্যলোক প্রাপ্ত হন। এখানে যে সত্যলোকের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে যেতে হলে সূর্যমণ্ডল অতিক্রম করতে হয়। অতএব বধ করা সব সময় খারাপ নয়। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর ভক্ত যদি বধ করেন অথবা কোন মহান যজ্ঞে যদি কাউকে বলি দেওয়া হয়, তা হলে যিনি নিহত হলেন, তাঁর মঙ্গলই হয়। ভগবান অথবা তাঁর ভক্তের দ্বারা বধের তুলনায় তথাকথিত জড়-জাগতিক অহিংসা নিতান্তই নগণ্য। এমন কি যখন কোন রাজা অথবা রাজ্য-সরকার কোন হত্যাকারীকে বধ করে, তার ফলে

হত্যাকারীর লাভ হয়, কারণ তার ফলে সে তার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

এই শ্লোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *ঊর্ধ্বরেতসঃ*, যার অর্থ হচ্ছে যে, ব্রহ্মচারীর বীর্য কখনও স্খলিত হয় না। ব্রহ্মচর্য পালন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কেউ কোন রকম তপস্যা বা বেদবিহিত আচার অনুষ্ঠান নাও করেন, কেবলমাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মচারী হয়ে বীর্য স্খলন না করেন, তার ফলে তিনি তাঁর মৃত্যুর পর সত্যলোক প্রাপ্ত হন। সাধারণত যৌন জীবন হচ্ছে জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। বৈদিক সভ্যতায় নানাভাবে যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ করা হত। সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে কেবল গৃহস্থদেরই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌনসঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হত। অন্য সকলেই যৌন জীবন থেকে বিরত থাকতেন। এই যুগের মানুষেরা বীর্য স্খলন না করার মূল্য জানে না। ফলস্বরূপ তারা নানাভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কেবল এক দুঃখ-দুর্দশাময় অস্তিত্বই ভোগ করে। *ঊর্ধ্বরেতসঃ* শব্দটি বিশেষভাবে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের ইঙ্গিত করে, যারা তপশ্চর্যার কঠোর নিয়ম পালন করে। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ভগবান বলেছেন যে, কেউ যদি ব্রহ্মলোকেও যান, তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয় *(আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন)*। বাস্তবিক মুক্তি কেবল ভক্তির মাধ্যমেই লাভ করা যায়, কারণ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ভক্ত ব্রহ্মলোকেরও ঊর্ধ্বে ভগবদ্ধামে যেতে পারেন, যেখান থেকে আর ফিরে আসতে হয় না। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা মুক্ত হওয়ার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ভক্তিযোগে যুক্ত না হলে, প্রকৃত মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। বলা হয়েছে, *হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি*—শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কেউই মুক্তি লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ৬

তান্ হন্যমানানভিবীক্ষ্য গুহ্যকা-
ননাগসশ্চিত্ররথেন ভূরিশঃ ।
ঔত্তানপাদিং কৃপয়া পিতামহো
মনুর্জগাদোপগতঃ সহর্ষিভিঃ ॥ ৬ ॥

তান্—যে-সমস্ত যক্ষরা; **হন্যমানান্**—নিহত হয়ে; **অভিবীক্ষ্য**—দেখে; **গুহ্যকান্**—যক্ষদের; **অনাগসঃ**—নিরপরাধ; **চিত্র-রথেন**—ধ্রুব মহারাজের দ্বারা, যাঁর একটি সুন্দর রথ ছিল; **ভূরিশঃ**—অত্যন্ত; **ঔত্তানপাদিম্**—উত্তানপাদের পুত্রকে;

কৃপয়া—কৃপাপূর্বক; **পিতামহঃ**—পিতামহ; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **জগাদ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **উপগতঃ**—আগমন করে; **সহ-ঋষিভিঃ**—মহর্ষিগণ সহ।

অনুবাদ

যখন স্বায়ম্ভুব মনু দেখলেন যে, তাঁর পৌত্র ধ্রুব এমন অনেক যক্ষদের বধ করছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, মহর্ষিগণ সহ ধ্রুব মহারাজের কাছে এসে তাঁকে সৎ উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যক্ষদের রাজধানী অলকাপুরী আক্রমণ করেছিলেন, কারণ তাদের একজন তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র নাগরিক তাঁর ভ্রাতা উত্তমকে হত্যা করার অপরাধে অপরাধী ছিল, তারা সকলে নয়। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ সেইজন্য এক কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং প্রবল সংগ্রাম হচ্ছিল। এই রকম ঘটনা আজকালকার দিনেও ঘটে—একজন মানুষের ভুলের জন্য কখনও কখনও সমগ্র রাষ্ট্র আক্রান্ত হয়। এই প্রকার ব্যাপকভাবে আক্রমণ মানব-জাতির পিতা এবং আইন প্রদাতা মনু অনুমোদন করেননি। তাই তিনি তাঁর পৌত্র ধ্রুবকে নিরপরাধ যক্ষ নাগরিকদের হত্যা করা থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

মনুরুবাচ

অলং বৎসাতিরোষেণ তমোদ্বারেণ পাপ্মনা ।
যেন পুণ্যজনানেতানবধীস্ত্বমনাগসঃ ॥ ৭ ॥

মনুঃ উবাচ—মনু বললেন; **অলম্**—যথেষ্ট; **বৎস**—হে প্রিয় বালক; **অতি-রোষেণ**—অত্যন্ত ক্রোধপূর্বক; **তমঃ-দ্বারেণ**—অজ্ঞানের মার্গ; **পাপ্মনা**—পাপপূর্ণ; **যেন**—যার দ্বারা; **পুণ্য-জনান্**—যক্ষগণ; **এতান্**—এই সমস্ত; **অবধীঃ**—তুমি হত্যা করেছ; **ত্বম্**—তুমি; **অনাগসঃ**—নিরপরাধ।

অনুবাদ

শ্রীমনু বললেন—হে বৎস! এই যুদ্ধ বন্ধ কর। অনর্থক ক্রুদ্ধ হওয়া সমীচীন নয়, তা হচ্ছে নারকীয় জীবনের পথ। প্রকৃতপক্ষে যারা অপরাধী নয়, সেই সমস্ত যক্ষদের হত্যা করে এখন তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করছ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অতিরোষেণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অনাবশ্যক ক্রোধের দ্বারা'। ধ্রুব মহারাজ যখন উপযুক্ত ক্রোধের সীমা লঙ্ঘন করছিলেন, তখন তাঁর পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু পাপকর্ম করা থেকে রক্ষা করার জন্য তৎক্ষণাৎ সেখানে এসেছিলেন। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, হত্যা করা খারাপ নয়, কিন্তু যখন অনর্থক হত্যা করা হয়, অথবা কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, সেই হত্যার ফলে নরকের পথ উন্মুক্ত হয়। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন মহান ভক্ত, তাই এই প্রকার পাপকর্ম করা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।

ক্ষত্রিয়দের হত্যা করতে অনুমতি দেওয়া হয় কেবল রাষ্ট্রের আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য; অকারণে হত্যা করা অথবা হিংসা করার অনুমতি তাদের কখনও দেওয়া হয় না। হিংসা নিশ্চিতভাবে নারকীয় জীবনের পথে পরিচালিত করে, কিন্তু রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তার প্রয়োজনও রয়েছে। এখানে ধ্রুব মহারাজকে যক্ষদের হত্যা করতে মনু নিষেধ করেছেন, কারণ তাদের একজনই কেবল তাঁর ভ্রাতা উত্তমকে হত্যা করার অপরাধে দণ্ডনীয় ছিল; তারা সকলে নয়। বর্তমান যুগের যুদ্ধে কিন্তু নিরপরাধ নাগরিকদের উপর আক্রমণ করা হয়। মনুর আইন অনুসারে এই প্রকার যুদ্ধ অত্যন্ত পাপপূর্ণ। অধিকন্তু সভ্য দেশগুলি অনর্থক নিরীহ পশুদের হত্যা করার জন্য বহু কসাইখানা খুলেছে। কোন রাষ্ট্র যখন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন যে নাগরিকরা ব্যাপকভাবে সংহার হয়, তার কারণ তাদের পাপকর্মের ফল বলে বুঝতে হবে। সেটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

শ্লোক ৮

নাস্মৎকুলোচিতং তাত কর্মৈতৎসদ্বিগর্হিতম্ ।
বধো যদুপদেবানামারব্ধস্তেঽকৃতৈনসাম্ ॥ ৮ ॥

ন—না; **অস্মৎ-কুল**—আমাদের পরিবারে; **উচিতম্**—উপযুক্ত; **তাত**—প্রিয় পুত্র; **কর্ম**—কর্ম; **এতৎ**—এই; **সৎ**—সাধুদের দ্বারা; **বিগর্হিতম্**—বর্জিত; **বধঃ**—হত্যা; **যৎ**—যা; **উপদেবানাম্**—যক্ষদের; **আরব্ধঃ**—প্রবৃত্ত হয়েছ; **তে**—তোমার দ্বারা; **অকৃত-এনসাম্**—যারা নিরপরাধ।

অনুবাদ

হে পুত্র! তুমি যে নির্দোষ যক্ষদের বধ করছ তা মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি, এবং তা আমাদের পরিবারের উপযুক্তও নয়, কারণ ধর্ম এবং অধর্মের নিয়ম সম্বন্ধে তাদের অবগত থাকার কথা।

শ্লোক ৯

নন্বেকস্যাপরাধেন প্রসঙ্গাদ্ বহবো হতাঃ ।
ভ্রাতুর্বধাভিতপ্তেন ত্বয়াঙ্গ ভ্রাতৃবৎসল ॥ ৯ ॥

ননু—নিশ্চিতভাবে; **একস্য**—একজনের (যক্ষ); **অপরাধেন**—অপরাধে; **প্রসঙ্গাৎ**—তাদের সঙ্গের ফলে; **বহবঃ**—বহু; **হতাঃ**—হত্যা করা হয়েছে; **ভ্রাতুঃ**—তোমার ভ্রাতার; **বধ**—মৃত্যুর ফলে; **অভিতপ্তেন**—মর্মাহত হয়ে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অঙ্গ**—হে পুত্র; **ভ্রাতৃ-বৎসল**—ভ্রাতার প্রতি স্নেহশীল।

অনুবাদ

হে বৎস! তুমি যে তোমার ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং যক্ষের হাতে তার মৃত্যুতে তুমি যে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছ তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ, একজন মাত্র যক্ষের অপরাধে, তুমি অন্য কতজন নির্দোষ যক্ষকে বধ করেছ।

শ্লোক ১০

নায়ং মার্গো হি সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্তিনাম্ ।
যদাত্মানং পরাগ্‌গৃহ্য পশুবদ্ভূতবৈশসম্ ॥ ১০ ॥

ন—কখনই না; **অয়ম্**—এই; **মার্গঃ**—পথ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সাধূনাম্**—সাধু ব্যক্তিদের; **হৃষীকেশ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অনুবর্তিনাম্**—পন্থা অনুসরণকারী; **যৎ**—যা; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **পরাক্**—শরীর; **গৃহ্য**—মনে করে; **পশু-বৎ**—পশুর মতো; **ভূত**—জীবেদের; **বৈশসম্**—বধ করা।

অনুবাদ

দেহকে কখনও আত্মা বলে মনে করা উচিত নয়, এবং তার ফলে অন্যের দেহকে পশুর মতো হত্যা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির পথ অনুসরণ করেন যে সমস্ত সাধু, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের আচরণ বিশেষভাবে বর্জনীয়।

তাৎপর্য

সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্তিনাম্ শব্দগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধু কে? সাধু হচ্ছেন তিনি, যিনি পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশের সেবার পথ অনুসরণ করেন। *নারদ-*

পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে, *হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে* । ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের অনুকূল সেবার পন্থাকে বলা হয় ভক্তি। তাই, যিনি ইতিমধ্যে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি কেন নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিজনক কার্যে যুক্ত হবেন? এখানে মনু ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তা হলে কেন তিনি অনর্থক পশুর মতো দেহাত্মবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হবেন? একটি পশু মনে করে অন্য আর একটি পশুর দেহ হচ্ছে তার খাদ্য; তাই, দেহাত্মবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হয়ে একটি পশু আর একটি পশুকে আক্রমণ করে। কিন্তু মানুষের, বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তের, এইভাবে আচরণ করা উচিত নয়। অনর্থক পশুহত্যা করা সাধুর উচিত নয়।

শ্লোক ১১

সর্বভূতাত্মভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্ ।
আরাধ্যাপ দুরারাধ্যং বিষ্ণোস্তৎপরমং পদম্ ॥ ১১ ॥

সর্ব-ভূত—সমস্ত জীবে; **আত্ম**—পরমাত্মার; **ভাবেন**—ধ্যানের দ্বারা; **ভূত**—সমস্ত অস্তিত্বের; **আবাসম্**—আলয়; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **ভবান্**—তুমি; **আরাধ্য**—আরাধনার দ্বারা; **আপ**—লাভ করেছ; **দুরারাধ্যম্**—যাঁর আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **তৎ**—তা; **পরমম্**—পরম; **পদম্**—স্থিতি।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরির ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তুমি এতই ভাগ্যবান যে, সমস্ত জীবের পরম ধাম শ্রীভগবানের আরাধনা করার ফলে, তুমি ইতিমধ্যেই সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

আত্মা এবং পরমাত্মার দ্বারা আশ্রিত না হলে, জড় দেহের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আত্মা পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, যিনি প্রতিটি পরমাণুতে বিরাজমান। অতএব, যেহেতু জড় অথবা চেতন সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল, তাই ভগবানকে এখানে *ভূতাবাস* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মনু যখন ধ্রুব মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন, তখন একজন ক্ষত্রিয়রূপে

ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতামহ মনুর সঙ্গে তর্ক করতে পারতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা, এই যুক্তি প্রদর্শন করে তর্ক করতে পারলেও, মনু তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যেহেতু প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবানের নিবাসস্থল, তাই তাদের ভগবানের মন্দির বলে বিবেচনা করা উচিত, এবং অনর্থক তাদের হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

শ্লোক ১২

স ত্বং হরেরনুধ্যাতস্তৎপুংসামপি সম্মতঃ ।
কথং ত্ববদ্যং কৃতবাননুশিক্ষন্ সতাং ব্রতম্ ॥ ১২ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **ত্বম্**—তুমি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **অনুধ্যাতঃ**—সর্বদা ধ্যান কর; **তৎ**—তাঁর; **পুংসাম্**—তাঁর ভক্তদের দ্বারা; **অপি**—ও; **সম্মতঃ**—প্রশংসিত; **কথম্**—কেন; **তু**—তা হলে; **অবদ্যম্**—নিন্দনীয় (কার্য); **কৃতবান্**—করেছ; **অনুশিক্ষন্**—দৃষ্টান্ত স্থাপন করে; **সতাম্**—সাধু ব্যক্তিদের; **ব্রতম্**—ব্রত।

অনুবাদ

যেহেতু তুমি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই ভগবান সর্বদাই তোমার কথা চিন্তা করেন, এবং তুমি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদেরও মান্য। তোমার জীবন হচ্ছে আদর্শ আচরণের নিমিত্ত। তাই তোমাকে এই প্রকার নিন্দনীয় কার্যে লিপ্ত হতে দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত এবং সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। যে শুদ্ধ ভক্ত দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের কথা চিন্তা করেন, ভগবানও সর্বদা তাঁর কথা চিন্তা করেন। শুদ্ধ ভক্ত যেমন ভগবানকে ছাড়া আর কোন কিছুই জানেন না, তেমনই ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে ছাড়া আর কিছু জানেন না। স্বায়ম্ভুব মনু সেই কথা ধ্রুব মহারাজকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—"তুমি কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তই নও, ভগবানের অন্যান্য সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরাও তোমাকে মান্য করেন। তাই তোমার সর্বদা এমনভাবে আচরণ করা উচিত, যাতে তোমার আদর্শ থেকে অন্যেরা শিক্ষা লাভ করতে পারে। অতএব, এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, তুমি এতগুলি নির্দোষ যক্ষকে হত্যা করেছ।"

শ্লোক ১৩

তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু ।
সমত্বেন চ সর্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

তিতিক্ষয়া—সহনশীলতার দ্বারা; **করুণয়া**—দয়ার দ্বারা; **মৈত্র্যা**—মৈত্রীর দ্বারা; **চ**—ও; **অখিল**—সমস্ত; **জন্তুষু**—জীবেদের; **সমত্বেন**—সমতার দ্বারা; **চ**—ও; **সর্ব-আত্মা**—পরমাত্মা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সম্প্রসীদতি**—অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

ভক্ত যখন অন্যদের প্রতি তিতিক্ষা, দয়া, মৈত্রী এবং সমতা প্রদর্শন করেন, তখন ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

মধ্যম অধিকারি ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে এই শ্লোক অনুসারে আচরণ করা। ভক্ত-জীবনের তিনটি অবস্থা রয়েছে। কনিষ্ঠ স্তরে ভক্ত কেবল মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, এবং ভক্তি সহকারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভগবানের অর্চনা করেন। মধ্যম স্তরের ভক্ত ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, এবং নির্বোধ সরল ব্যক্তিদের সঙ্গে ও ভগবৎ-বিদ্বেষীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। কখনও কখনও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা ভগবদ্ভক্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, উন্নত স্তরের ভক্তের সহিষ্ণু হওয়া উচিত; যারা অজ্ঞান অথবা নির্বোধ, তাদের প্রতি পূর্ণ কৃপা প্রদর্শন করা উচিত। প্রচারক ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে, নির্বোধ সরল ব্যক্তিদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে, তাদের ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করা। প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস। তাই, ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সকলের কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করা। সেটিই হচ্ছে তাঁর কৃপা। সতীর্থ ভক্তদের প্রতি তিনি মৈত্রীভাব পোষণ করেন। তাঁর কর্তব্য প্রতিটি জীবকেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করা। বিভিন্ন জীব বিভিন্ন সাজ-পোশাকে প্রকট হয়, কিন্তু *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে, জ্ঞানবান ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া। ভগবদ্ভক্তের এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। তাই বলা হয় যে, সাধু ব্যক্তি সর্বদাই সহনশীল এবং দয়ালু; তিনি সকলেরই বন্ধু, কারও প্রতি তিনি বৈরী-ভাবাপন্ন নন, এবং তিনি শান্ত। এইগুলি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের সদ্‌গুণ।

শ্লোক ১৪

সম্প্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
বিমুক্তো জীবনির্মুক্তো ব্রহ্ম নির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

সম্প্রসন্নে—প্রসন্ন হলে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **প্রাকৃতৈঃ**—জড়া প্রকৃতি থেকে; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **জীব-নির্মুক্তঃ**—সূক্ষ্ম শরীর থেকেও মুক্ত; **ব্রহ্ম**—অনন্ত; **নির্বাণম্**—চিন্ময় আনন্দ; **ঋচ্ছতি**—লাভ করে।

অনুবাদ

কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সমস্ত জীবের প্রতি তিতিক্ষা, করুণা, মৈত্রী এবং সমতা প্রদর্শন করা উচিত। এই প্রকার আচরণের ফলে পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হন, এবং তার ফলে ভক্ত তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* ভগবানও প্রতিপন্ন করেছেন—"যদি কেউ নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা সহকারে আমার সেবায় যুক্ত হয়, সে তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়, যেখানে সে অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করে।" এই জড় জগতে সকলেই আনন্দময় জীবন লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। দুর্ভাগ্যবশত মানুষ জানে না কিভাবে সেই আনন্দ লাভ করতে হয়। নাস্তিকেরা ভগবানকে বিশ্বাস করে না, এবং তারা অবশ্যই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের ফলে চিন্ময় স্তর লাভ করা যায়, এবং অন্তহীন আনন্দময় জীবন উপভোগ করা যায়। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া।

এই শ্লোকে *সম্প্রসন্নে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রসন্ন হওয়ার ফলে'। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে আচরণ করা যার ফলে ভগবান প্রসন্ন হন; এমন নয় যে, নিজের প্রসন্নতা বিধান করতে হবে। অবশ্য, ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন ভক্তও আপনা থেকেই প্রসন্ন হন। সেটি হচ্ছে ভক্তিযোগের রহস্য। ভক্তিযোগের বাইরে

সকলেই নিজের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করছে। কেউই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করছে না। কর্মীরা স্থূলভাবে তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করছে, আর সূক্ষ্ম স্তরে জ্ঞানীরা তাদের নিজেদের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করছে। কর্মীরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে সন্তুষ্ট হতে চায়, আর জ্ঞানীরা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা অথবা নিজেদের ভগবান বলে মনে করার সূক্ষ্ম কার্যকলাপের মাধ্যমে সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করছে। যোগীরাও বিভিন্ন প্রকার যোগসিদ্ধি লাভ করতে পারবে বলে মনে করে নিজেদের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করছে। ভক্তরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করে। ভক্তের আত্ম উপলব্ধির পন্থা কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সকলেই নিজের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করছে, কিন্তু ভক্তরা কেবল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করেন। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অন্য সমস্ত পন্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভগবদ্ভক্ত তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত করে ভগবানের প্রীতি সাধনের চেষ্টা করে, তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, এবং তিনি অন্তহীন আনন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

শ্লোক ১৫

ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধৈর্যোষিৎপুরুষ এব হি ।
তয়োর্ব্যবায়াৎসম্ভূতির্যোষিৎপুরুষয়োরিহ ॥ ১৫ ॥

ভূতৈঃ—প্রকৃতির উপাদানের দ্বারা; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচটি; **আরব্ধৈঃ**—পরিণত হয়; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **এব**—ঠিক তেমন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **তয়োঃ**—তাদের; **ব্যবায়াৎ**—যৌন জীবনের দ্বারা; **সম্ভূতিঃ**—পুনরায় সৃষ্টি হয়; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **পুরুষয়োঃ**—এবং পুরুষের; **ইহ**—এই জড় জগতে।

অনুবাদ

পঞ্চ মহাভূত থেকে জড় জগতের সৃষ্টি শুরু হয়। সেই পঞ্চভূত স্ত্রীদেহ এবং পুরুষদেহে পরিণত হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনে এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রী এবং পুরুষের সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনু যখন দেখলেন যে, ধ্রুব মহারাজ বৈষ্ণব-দর্শন বোঝা সত্ত্বেও তাঁর ভায়ের মৃত্যুর ফলে তখনও বিমর্ষ ছিলেন, তখন তিনি তাঁর কাছে বিশ্লেষণ করেছিলেন

কিভাবে জড়া প্রকৃতির পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা এই জড় দেহের সৃষ্টি হয়। *ভগবদ্গীতায়ও* প্রতিপন্ন হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে সব কিছুর সৃষ্টি হয়, পালন হয় এবং সংহার হয়। নিঃসন্দেহে এই সব কিছুর পশ্চাৎভূমিতে রয়েছে ভগবানের নির্দেশনা। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে *(ময়াধ্যক্ষেণ)*—নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, "আমার অধ্যক্ষতায় জড়া প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয়।" স্বায়ম্ভুব মনু ধ্রুবকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর ভায়ের জড় দেহের মৃত্যুর জন্য প্রকৃতপক্ষে যক্ষের দোষ ছিল না; তা ছিল জড়া প্রকৃতির কার্য। পরমেশ্বর ভগবানের অনেক প্রকার শক্তি রয়েছে, এবং তারা অনেক প্রকার সূক্ষ্ম এবং স্থূলরূপে কার্য করে।

এই প্রবল শক্তির ফলেই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, যদিও স্থূলরূপে মনে হয় যে, তা মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের অতিরিক্ত আর কিছু নয়। তেমনই, তা সে মানুষ হোক অথবা দেবতা হোক, পশু হোক অথবা পক্ষী হোক, সমস্ত জীবদেহই এই পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা সৃষ্ট, এবং মৈথুনের দ্বারা তা থেকে আরও জীবদেহের সৃষ্টি হয়। সেটি হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের নিয়ম। জড়া প্রকৃতির তরঙ্গের এই পন্থায় কারও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ধ্রুব মহারাজকে পরোক্ষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁর ভায়ের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন না হওয়ার জন্য, কারণ দেহের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ভৌতিক। প্রকৃত স্বরূপ চিন্ময় আত্মার কখনও বিনাশ হয় না অথবা কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না।

শ্লোক ১৬

এবং প্রবর্ততে সর্গঃ স্থিতিঃ সংযম এব চ ।
গুণব্যতিকরাদ্রাজন্ মায়য়া পরমাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রবর্ততে**—ঘটে; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **স্থিতিঃ**—পালন; **সংযম**—সংহার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং; **গুণ**—গুণের; **ব্যতিকরাৎ**—মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **পরম-আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

মনু বললেন—হে ধ্রুব মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবানের মায়িক জড় শক্তির দ্বারা এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সংঘটিত হয়।

তাৎপর্য

প্রথমে, সৃষ্টিকার্য সংঘটিত হয় জড়া প্রকৃতির পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা। তার পর জড়া প্রকৃতির মিথষ্ক্রিয়ার ফলে পালন হয়। যখন একটি শিশুর জন্ম হয়, তার পিতা-মাতা তৎক্ষণাৎ তার পালনের ব্যবস্থা করে। সন্তানের লালন-পালনের এই প্রবৃত্তি কেবল মানব-সমাজেই নয়, পশু সমাজেও রয়েছে। এমন কি, বাঘ পর্যন্ত তার শাবকদের লালন-পালন করে, যদিও তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে অন্য পশুর মাংস আহার করা। জড়া প্রকৃতির গুণের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার অপরিহার্যরূপে সংঘটিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের জানা উচিত যে, এই সব কিছুই সংঘটিত হয় ভগবানের অধ্যক্ষতায়। সৃষ্টি রজোগুণের কার্য, পালন সত্ত্বগুণের এবং সংহার তমোগুণের। আমরা দেখতে পাই যে, যাঁরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাঁরা রজ অথবা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের থেকে অধিক কাল জীবিত থাকেন। অর্থাৎ, কেউ যখন সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি উচ্চতর লোকে উন্নীত হন, যেখানে আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ। *ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্ব-স্থাঃ* —সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত মহান ঋষি এবং সন্ন্যাসীগণ উচ্চতর লোকে উন্নীত হন। আর যাঁরা জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, তাঁরা শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত; তাঁরা চিৎ-জগতে নিত্য জীবন লাভ করেন।

শ্লোক ১৭

নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লোহবৎ ॥ ১৭ ॥

নিমিত্ত-মাত্রম্—নিমিত্ত কারণ; **তত্র**—তখন; **আসীৎ**—ছিল; **নির্গুণঃ**—নিষ্কলুষ; **পুরুষ-ঋষভঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ব্যক্ত**—প্রকাশিত; **অব্যক্তম্**—অপ্রকাশিত; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—জগৎ; **যত্র**—যেখানে; **ভ্রমতি**—বিচরণ করে; **লোহ-বৎ**—লৌহসদৃশ।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি যখন প্রেরণা দেন, তখন অন্য অনেক কারণ এবং কার্য উৎপন্ন হয়, এবং তার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ চালিত হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি কিভাবে এই জড় জগতে কার্যশীল হয়, তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতেই সব কিছু হচ্ছে। পরমেশ্বর ভগবানকে সৃষ্টির আদি কারণ বলে স্বীকার করে না যে-সমস্ত নাস্তিক দার্শনিক, তারা মনে করে যে, বিভিন্ন জড় উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে এই জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। জড় উপাদানের প্রতিক্রিয়ার একটি সরল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ক্ষারের সঙ্গে অম্লের মিশ্রণের ফলে বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবনের উৎপত্তি হয় না। বিভিন্ন ইচ্ছা এবং বিভিন্ন ক্রিয়াসমন্বিত চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনি রয়েছে। ভৌতিক শক্তি যে কিভাবে কার্য করে তা কেবল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা যায় না। এই সম্পর্কে একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুমোর এবং তার চাকি। কুমোরের চাকি ঘোরে, এবং তা থেকে বিভিন্ন রকমের মাটির পাত্র বেরিয়ে আসে। সেই মাটির পাত্রের বিভিন্ন কারণ রয়েছে, কিন্তু তার মূল কারণ হচ্ছে কুমোর, যে সেই চাকিটিতে শক্তি প্রয়োগ করে। তার অধ্যক্ষতায় সেই শক্তি কার্য করে। *ভগবদ্গীতায়* সেই ধারণাটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে—সমস্ত জড় ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার পিছনে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সব কিছু নির্ভর করে তাঁর শক্তির উপর, তবুও তিনি সর্বত্র নেই। বিশেষ অবস্থায় জড় শক্তির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে পাত্র উৎপাদন হয়, কিন্তু কুমোর সেই পাত্রটি নন। তেমনই, জড় জগৎ ভগবান সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি তা থেকে পৃথক। *বেদে* বলা হয়েছে যে, তিনি কেবল দৃষ্টিপাত করেন, এবং তার ফলে জড়া প্রকৃতি ক্ষোভিতা হন।

ভগবদ্গীতায়ও বলা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবেদের দ্বারা জড় জগৎরূপী যোনিতে গর্ভসঞ্চার করেন, এবং তার ফলে বিভিন্ন রূপের এবং কার্যকলাপের তৎক্ষণাৎ সূত্রপাত হয়। জীবের বিভিন্ন বাসনা এবং বিভিন্ন কর্মের ফলে, বিভিন্ন যোনিতে ভিন্ন ভিন্ন শরীর উৎপন্ন হয়। ডারউইনের সিদ্ধান্তে চিন্ময় আত্মারূপে জীবকে স্বীকার করা হয়নি, এবং তাই বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ অপূর্ণ। তিনটি গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকার ঘটনা ঘটে, কিন্তু আদি স্রষ্টা অথবা কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এখানে যাঁকে *নিমিত্ত-মাত্রম্* বা নিমিত্ত কারণ বলে বর্ণনা হয়েছে। তিনি কেবল তাঁর শক্তির দ্বারা সেই চক্রকে ঘোরান। মায়াবাদীদের মতে, পরমব্রহ্ম বহুরূপে নিজেকে রূপান্তরিত করেছেন, কিন্তু তা সত্য নয়। যদিও তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, তবুও

তিনি সর্বদাই জড় গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার অতীত। তাই, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১) ব্রহ্মা বলেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্ ॥

বহু কারণ এবং কার্য রয়েছে, কিন্তু আদি কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১৮

স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্যঃ ।
করোত্যকর্তৈব নিহন্ত্যহন্তা
চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্বিভাব্যা ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি; **খলু**—কিন্তু; **ইদম্**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কাল**—কালের; **শক্ত্যা**—শক্তির দ্বারা; **গুণ-প্রবাহেণ**—প্রকৃতির গুণের মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা; **বিভক্ত**—বিভক্ত; **বীর্যঃ**—(যাঁর) শক্তি; **করোতি**—ক্রিয়া করে; **অকর্তা**—যিনি ক্রিয়া করেন না; **এব**—যদিও; **নিহন্তি**—হত্যা করে; **অহন্তা**—হত্যাকারী নন; **চেষ্টা**—শক্তি; **বিভূম্নঃ**—ভগবানের; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **দুর্বিভাব্যা**—অচিন্তনীয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্তনীয় কালরূপ পরম শক্তির দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথষ্ক্রিয়ার কারণ হন, এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার শক্তি প্রকট হয়। মনে হয় যেন তিনি কার্য করছেন, কিন্তু তিনি কর্তা নন। তিনি হত্যা করছেন, কিন্তু তিনি হন্তা নন। এইভাবে বোঝা যায় যে, তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই কেবল সব কিছু ঘটছে।

তাৎপর্য

দুর্বিভাব্যা শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পক্ষে অচিন্তনীয়', এবং *বিভক্ত-বীর্যঃ* মানে হচ্ছে 'বিভিন্ন শক্তিতে বিভক্ত'। জড় জগতে সৃজনী শক্তির প্রকাশের এটি হচ্ছে যথার্থ বিশ্লেষণ। একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভগবানের কৃপা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়—রাষ্ট্র-সরকার সর্বদা দয়ালু হওয়ার কথা, কিন্তু কখনও

কখনও, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ-বাহিনীকে নিয়োগ করতে হয়, এবং বিদ্রোহী নাগরিকদের এইভাবে দণ্ড দেওয়া হয়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই কৃপাময় এবং দিব্য গুণাবলী-সমন্বিত, কিন্তু কোন কোন জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে, জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করছে। তাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে, তারা বিভিন্ন প্রকার জড়া প্রকৃতির মিথষ্ক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ছে। কেউ যদি তর্ক উত্থাপন করে যে, ভগবান থেকে শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে বলে তিনি কর্তা, তা হলে সেই তর্কটি যথাযথ হবে না। পূর্ববর্তী শ্লোকে *নিমিত্ত-মাত্রম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান সর্বদাই এই জড় জগতের কার্য-কারণ থেকে সর্বতোভাবে পৃথক থাকেন। তা হলে সব কিছু হচ্ছে কি করে? সেই সূত্রে 'অচিন্ত্য' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। তা বোঝা মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। যে-সমস্ত শক্তি কাজ করছে তা ভগবানেরই দ্বারা প্রযুক্ত, কিন্তু তিনি সর্বদাই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া থেকে পৃথক থাকেন। জড়া প্রকৃতির মিথষ্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকার শক্তি বিভিন্ন প্রকার জীবদেহ এবং তাদের সুখ এবং দুঃখ উৎপন্ন করে।

ভগবান যে কিভাবে কর্ম করেন তা *বিষ্ণু পুরাণে* সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—অগ্নি এক স্থানে অবস্থিত থাকলেও তার তাপ এবং আলোক বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিজলিঘর এক স্থানে অবস্থিত, কিন্তু তার শক্তি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রকে সক্রিয় করে। উৎপাদন কখনই শক্তির মূল উৎসের সঙ্গে এক নয়, পক্ষান্তরে শক্তির আদি উৎস মূল কারণ হওয়ার ফলে, তা উৎপাদনের সঙ্গে যুগপৎ এক এবং ভিন্ন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব* হচ্ছে পরিপূর্ণ দর্শন। এই জড় জগতে ভগবান তিনরূপে অবতরণ করেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, ও তাঁদের দ্বারা তিনি প্রকৃতির তিনটি গুণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ব্রহ্মারূপে তিনি সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে তিনি পালন করেন, এবং শিবরূপে তিনি সংহারও করেন। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের আদি উৎস গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সর্বদাই জড়া প্রকৃতির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া থেকে পৃথক থাকেন।

শ্লোক ১৯

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ ।
জনং জনেন জনয়ন্মারয়ন্মৃত্যুনান্তকম্ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি; **অনন্তঃ**—অনন্ত; **অন্ত-করঃ**—সংহারকর্তা; **কালঃ**—কাল; **অনাদিঃ**—যাঁর আদি নেই; **আদি-কৃৎ**—সব কিছুর আদি; **অব্যয়ঃ**—অবিনাশী; **জনম্**—জীব; **জনেন**—জীবের দ্বারা; **জনয়ন্**—সৃষ্টি করে; **মারয়ন্**—সংহার করে; **মৃত্যুনা**—মৃত্যুর দ্বারা; **অন্তকম্**—সংহারকর্তা।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান নিত্য, কিন্তু কালরূপে তিনি সব কিছুর সংহারকর্তা। তাঁর আদি নেই, যদিও তিনি সব কিছুর আদি; তিনি অব্যয়, যদিও কালক্রমে সব কিছু শেষ হয়ে যায়। পিতার মাধ্যমে জীবের সৃষ্টি হয় এবং মৃত্যুর দ্বারা তার বিনাশ হয়, কিন্তু তিনি সর্বদাই জন্ম-মৃত্যুর থেকে মুক্ত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানের পরম কর্তৃত্ব এবং অচিন্ত্য শক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা যায়। তিনি সর্বদাই অনন্ত। অর্থাৎ, তাঁর আদি নেই এবং অন্ত নেই। কিন্তু তিনি হচ্ছেন (কালরূপে) মৃত্যু, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমি মৃত্যু। জীবনান্তে আমি সব কিছু নিয়ে নিই।" শাশ্বত কালেরও আদি নেই, কিন্তু তা হচ্ছে সমস্ত জীবের স্রষ্টা। এই সূত্রে পরশপাথরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, যা বহু মূল্যবান মণিরত্ন সৃষ্টি করলেও তার কোন বিকার হয় না। তেমনই, বহুবার সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক বস্তুর পালন হয়, এবং কিছু সময় পর সব কিছুরই সংহার হয়, কিন্তু আদি স্রষ্টা ভগবান তাতে কোন রকম বিকার প্রাপ্ত হন না এবং তাঁর শক্তি ক্ষয় প্রাপ্তও হয় না। গৌণ সৃষ্টি হয়ে থাকে ব্রহ্মার দ্বারা, কিন্তু ব্রহ্মা ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট। শিব সমগ্র জগৎ সংহার করেন, কিন্তু চরমে বিষ্ণু তাঁকেও সংহার করেন। শ্রীবিষ্ণুই কেবল থাকেন। বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিতে কেবল বিষ্ণু ছিলেন এবং অন্তেও কেবল তিনিই থাকবেন।

একটি দৃষ্টান্ত আমাদের পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করতে পারে। আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে ভগবান একজন হিটলার সৃষ্টি করেছেন, এবং তার পূর্বে একজন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, এবং তারা যুদ্ধে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে। কিন্তু চরমে বোনাপার্ট এবং হিটলারও নিহত হয়েছে। মানুষ আজও হিটলার এবং বোনাপার্ট সম্বন্ধে এবং কিভাবে তারা বহু মানুষকে যুদ্ধে হত্যা করেছে, সেই সম্বন্ধে লিখতে এবং বই পড়তে খুব আগ্রহী। হিটলার যে কিভাবে হাজার হাজার ইহুদিদের বন্দিশালায় হত্যা করেছে, সেই সম্বন্ধে

জনসাধারণের পাঠের জন্য বছরের পর বছর বহু বই ছাপানো হচ্ছে। কিন্তু হিটলারকে যে কে সংহার করেছে এবং এই রকম একজন ভয়ঙ্কর নরহত্যাকারীকে যে কে সৃষ্টি করেছে, সেই সম্বন্ধে কোন গবেষণা কেউ করছে না। ভগবদ্ভক্তরা পৃথিবীর ক্ষণিকের ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যাপারে ততটা উৎসাহী নন। তাঁরা কেবল তাঁর সম্বন্ধেই উৎসাহী, যিনি হচ্ছেন আদি স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

শ্লোক ২০

ন বৈ স্বপক্ষোঽস্য বিপক্ষ এব বা
পরস্য মৃত্যোর্বিশতঃ সমং প্রজাঃ ।
তং ধাবমানমনুধাবন্ত্যনীশা
যথা রজাংস্যনিলং ভূতসঙ্ঘাঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **বৈ**—তা সত্ত্বেও; **স্ব-পক্ষঃ**—মিত্রপক্ষ; **অস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বিপক্ষঃ**—শত্রু; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **মৃত্যোঃ**—কালরূপে; **বিশতঃ**—প্রবেশ করে; **সমম্**—সমানরূপে; **প্রজাঃ**—জীব; **তম্**—তাঁকে; **ধাবমানম্**—চলায়মান; **অনুধাবন্তি**—অনুসরণ করে; **অনীশাঃ**—আশ্রিত জীব; **যথা**—যেমন; **রজাংসি**—ধূলিকণা; **অনিলম্**—বায়ু; **ভূত-সঙ্ঘাঃ**—অন্য ভৌতিক তত্ত্ব।

অনুবাদ

কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সর্বত্র বিদ্যমান এবং সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন। তাঁর কাছে কেউই তাঁর মিত্র নয় অথবা শত্রু নয়। কালের অধীনে সকলেই তাদের কর্মফল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে। যেমন, বায়ুর প্রবাহের ফলে ধূলিকণা ওড়ে, তেমনই জীব তার বিশেষ কর্ম অনুসারে, জড়-জাগতিক জীবনে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

যদিও পরমেশ্বর ভগবান সর্ব কারণের পরম কারণ, তবুও তিনি কারও জড় সুখ অথবা দুঃখভোগের জন্য দায়ী নন। ভগবান এই প্রকার পক্ষপাতিত্ব করেন না। বুদ্ধিহীন মানুষেরা ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে যে, তাঁরই জন্য কেউ এই জড় জগতে সুখভোগ করছে এবং অন্যেরা দুঃখভোগ করছে। কিন্তু এই

শ্লোকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান কারও পক্ষপাতিত্ব করেন না। কিন্তু জীবেরাও আবার স্বতন্ত্র নয়। জীব যখনই ঘোষণা করে যে, সে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তৎক্ষণাৎ তাকে এই জড় জগতে প্রেরণ করা হয়, যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে তার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করার জন্য। এই প্রকার বিপথগামী জীবেদের জন্য সৃষ্ট এই জড় জগতে, তারা তাদের নিজেদের কর্ম সৃষ্টি করে, এবং কালের সাহায্যে তাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করে। সকলেরই সৃষ্টি হয়েছে, সকলেরই পালন হচ্ছে, এবং চরমে সকলেরই সংহার হবে। এই তিনটি বিষয়ে ভগবান সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন। জীব তার নিজের কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখভোগ করে। জীবের উচ্চ-নীচ পদ, তার সুখ এবং দুঃখ, সবই তার কর্ম অনুসারে হয়। এই সম্পর্কে *অনীশাঃ* শব্দটি অত্যন্ত উপযুক্ত, যার অর্থ হচ্ছে 'তাদের নিজেদের কর্মের উপর নির্ভরশীল'। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, সরকার প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা এবং তত্ত্বাবধান প্রদান করেন, কিন্তু মানুষ তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে, বিভিন্ন স্তরের চেতনায় থাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন ধূলিকণা তাতে ভাসে। ক্রমশ বিদ্যুৎ চমকায়, এবং তার পর মুষলধারায় বৃষ্টি নামে, এবং তার ফলে বর্ষা ঋতু অরণ্যে বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ভগবান অত্যন্ত কৃপাময়—তিনি সকলকেই সমান সুযোগ দেন—কিন্তু জীব তার নিজের কর্ম অনুসারে এই জগতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে।

শ্লোক ২১

আয়ুষোঽপচয়ং জন্তোস্তথৈবোপচয়ং বিভুঃ ।
উভাভ্যাং রহিতঃ স্বস্থো দুঃস্থস্য বিদধাত্যসৌ ॥ ২১ ॥

আয়ুষঃ—আয়ুর; **অপচয়ম্**—হ্রাস; **জন্তোঃ**—জীবের; **তথা**—তেমনই; **এব**—ও; **উপচয়ম্**—বৃদ্ধি; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **উভাভ্যাম্**—তাদের উভয়ের থেকে; **রহিতঃ**—মুক্ত; **স্ব-স্থঃ**—সর্বদা তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত; **দুঃস্থস্য**—কর্মের নিয়মের অধীন জীবের; **বিদধাতি**—প্রদান করেন; **অসৌ**—তিনি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বশক্তিমান এবং তিনি জীবকে তার কর্মফল প্রদান করেন। এইভাবে যদিও কোন জীবের আয়ু অত্যন্ত অল্প এবং অন্য কোন জীবের

আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, তবুও তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত, এবং তাঁর নিজের আয়ুর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাৎপর্য

একটি মশা এবং ব্রহ্মা উভয়েই এই জড় জগতের জীব; তাঁরা উভয়েই চিৎ স্ফুলিঙ্গ এবং পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। একটি মশার অতি অল্প আয়ু এবং ব্রহ্মার অতি দীর্ঘ আয়ু—ভগবানই তাদের প্রদান করেছেন তাদের কর্মের ফল অনুসারে। কিন্তু *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি*—ভগবান তাঁর ভক্তের কর্মফল ক্ষয় করেন অথবা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন। সেই একই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতায়*ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র*—কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত, তা না হলে তা কর্মবন্ধনের কারণ হয়। কর্মের নিয়মে জীব কালের বশবর্তী হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে, কখনও সে একটি মশা হয় এবং কখনও ব্রহ্মা হয়। একজন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের কাছে এটি একটি লাভজনক ব্যাপার নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) জীবেদের সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে—*যান্তি দেবব্রতা দেবান্*—যারা দেবতাদের পূজায় আসক্ত, তারা দেবতাদের লোকে যাবে, আর যারা পিতৃদের পূজায় আসক্ত, তারা পিতৃলোকে যাবে। যারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অনুরক্ত, তারা জড় জগতেই থাকবে। কিন্তু যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা ভগবানের ধামে যাবেন, যেখানে জন্ম-মৃত্যু নেই অথবা কর্মফলের অধীন বিভিন্ন প্রকার জীবন নেই। জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন *মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই। জীব কৃষ্ণদাস, এই বিশ্বাস করলে ত' আর দুঃখ নাই।*

শ্লোক ২২

কেচিৎকর্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ।
একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে ॥ ২২ ॥

কেচিৎ—কোন; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **বদন্তি**—বলে; **এনম্**—সেই; **স্বভাবম্**—প্রকৃতি; **অপরে**—অন্যরা; **নৃপ**—হে ধ্রুব মহারাজ; **একে**—কেউ; **কালম্**—কাল; **পরে**—অন্যরা; **দৈবম্**—ভাগ্য; **পুংসঃ**—জীবের; **কামম্**—বাসনা; **উত**—ও; **অপরে**—অন্যরা।

অনুবাদ

কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার জীবনের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের সুখ-দুঃখকে কর্মের ফল বলে। অন্য কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে স্বভাব, আবার অনেকে বলে কাল, কেউ কেউ বলে ভাগ্য এবং আবার কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে কাম।

তাৎপর্য

বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক রয়েছে—মীমাংসক, চার্বাক, জ্যোতির্বিদ, কামুকতাবাদী ইত্যাদি। এরা সকলেই মনোধর্মী। প্রকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, আমাদের কর্মই এই জগতে বিভিন্ন প্রকার জীবনে বেঁধে রাখে। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার জীবনের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে তা *বেদে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে—জীবের বাসনাই হচ্ছে তার কারণ। জীব জড় পাথর নয়; তার বিভিন্ন প্রকার বাসনা বা কাম রয়েছে। *বেদে* বলা হয়েছে, *কামোঽকর্ষীৎ* । জীবেরা মূলত ভগবানের বিভিন্ন অংশ, ঠিক যেমন স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে অগ্নির বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তারা প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এই জড় জগতে পতিত হয়েছে। এটি বাস্তব সত্য। প্রতিটি জীবই যথাসাধ্য চেষ্টা করছে প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার।

এই *কাম* অথবা বাসনা বিনষ্ট করা যায় না। কিছু দার্শনিক বলে যে, বাসনা ত্যাগ করতে পারলেই মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু বাসনা ত্যাগ করা মোটেই সম্ভব নয়, কারণ বাসনা হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। বাসনা যদি না থাকে, তা হলে জীব জড় পাথরে পরিণত হবে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এই বাসনাকে অর্পণ করতে হবে। তা হলেই বাসনা পবিত্র হবে। আর বাসনা যখন পবিত্র হয়, তখন জীব সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, বিভিন্ন স্তরের জীবন এবং তাদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের যে-সমস্ত মতবাদ তা সবই অপূর্ণ। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে যে, আমরা ভগবানের নিত্যদাস এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সেই সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে, আমরা এই জড় জগতে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, যেখানে আমরা আমাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ সৃষ্টি করছি এবং তার ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছি। আমাদের বাসনার ফলে, আমরা এই জড় জগতে নিমজ্জিত হয়েছি, কিন্তু সেই বাসনাকে অবশ্যই পবিত্র করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। তা হলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন যোনিতে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করার যে-রোগে আমরা ভুগছি, তার নিরাময় হবে।

শ্লোক ২৩

অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ ।
ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্ ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তস্য—অপ্রকাশিতের; **অপ্রমেয়স্য**—চিন্ময় তত্ত্বের; **নানা**—বিবিধ; **শক্তি**—শক্তি; **উদয়স্য**—যাঁর থেকে উৎপন্ন হয় তাঁর; **চ**—ও; **ন**—কখনই না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **চিকীর্ষিতম্**—পরিকল্পনা; **তাত**—হে বৎস; **কঃ**—কে; **বেদ**—জানতে পারে; **অথ**—অতএব; **স্ব**—নিজের; **সম্ভবম্**—উৎস।

অনুবাদ

পরম সত্য বা চিন্ময় তত্ত্ব কখনই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বোধগম্য নয়, অথবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। তিনি জড়া প্রকৃতি আদি বিভিন্ন শক্তির ঈশ্বর, এবং তাঁর পরিকল্পনা অথবা কার্যকলাপ কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; তাই বুঝতে হবে যে, যদিও তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, কিন্তু মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউ তাঁকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, "যেহেতু বিভিন্ন প্রকার দার্শনিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করছে, তা হলে তাদের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক?" তার উত্তর হচ্ছে যে, পরম সত্য বা চিন্ময় তত্ত্ব কখনই প্রত্যক্ষ অনুভূতি অথবা মানসিক জল্পনা-কল্পনার বিষয় নয়। মনোধর্মীদের কূপমণ্ডুক বলা যেতে পারে। তিন ফুট একটি কুয়ার এক ব্যাঙ তার সেই কুয়ার জ্ঞানের ভিত্তিতে আটলান্টিক মহাসাগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই কূপমণ্ডুকের পক্ষে তা ছিল একটি অসম্ভব কার্য। কেউ মস্ত বড় পণ্ডিত বা প্রফেসর হতে পারেন, কিন্তু তাঁর অনুমানের ভিত্তিতে পরম সত্যকে জানা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব নয়, কারণ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সীমিত। সর্ব কারণের পরম কারণ পরম সত্যকে কেবল পরম সত্যের কৃপাতেই জানা যায়, জ্ঞানের আরোহ পন্থার দ্বারা কখনও তাঁকে জানা যায় না। রাত্রিবেলায় সূর্য যখন আমাদের দৃষ্টির অগোচর থাকে অথবা সূর্য যখন দিনের বেলায় মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তখন সূর্য আকাশে থাকলেও, আমাদের দৈহিক অথবা মানসিক শক্তির দ্বারা অথবা কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা সূর্যকে আবরণ মুক্ত করা সম্ভব নয়। কেউই বলতে পারে না যে, সে একটি অতি শক্তিশালী টর্চ আবিষ্কার করেছে, যার দ্বারা

রাতের আকাশে সূর্যকে দেখা যেতে পারে। এমন কোন টর্চলাইট নেই এবং কোন দিন তা হবেও না।

এই শ্লোকে *অব্যক্ত* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তথাকথিত কোন রকম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা পরম সত্যকে প্রকাশ করা যায় না। অধোক্ষজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। সূর্য যেমন আকাশে উদিত হলে, সকলেই সূর্যকে দেখতে পায়, সূর্যের আলোকে সারা পৃথিবী দেখতে পায় এবং সকলে নিজেকেও দেখতে পায়, ঠিক তেমনই পরম সত্যের আলোকেই পরম সত্যকে জানা যায় এবং তখন সব কিছুই জানা হয়ে যায়। আত্ম উপলব্ধির এই জ্ঞানকে বলা হয় আত্মতত্ত্ব। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমের স্তরে আসা না যাচ্ছে, ততক্ষণ জীব যে-অন্ধকারে তার জন্ম হয়েছিল, সেই অন্ধকারেই থাকে। তখন কেউই পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ভগবান বিবিধ শক্তিসমন্বিত, যে-সম্বন্ধে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে* । তিনি শাশ্বত কালশক্তি-সমন্বিত। আমরা যে জড় শক্তি দেখি এবং উপলব্ধি করি, তিনি কেবল সেই শক্তিসমন্বিতই নন, অধিকন্তু তাঁর অন্য বহু শক্তি রয়েছে, যা তিনি প্রয়োজন অনুসারে যথাসময়ে প্রকাশ করতে পারেন। জড় বৈজ্ঞানিকেরা কেবল বিবিধ শক্তির আংশিক উপলব্ধি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে পারে; তারা তাদের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা সেই সমস্ত শক্তির একটি সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের জড় বিজ্ঞানের দ্বারা পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা কখনও সম্ভব নয়। কোন জড় বিজ্ঞানী ভবিষ্যতে কি হবে, সেই সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। ভক্তিযোগের পন্থা কিন্তু তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভক্ত সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, যিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *দদামি বুদ্ধি-যোগং তম্* । ভগবান বলেছেন, "আমি তাকে বুদ্ধি দান করি।" সেই বুদ্ধি কি? *যেন মাম্ উপযান্তি তে* । অজ্ঞানের সমুদ্র পার হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে আসার বুদ্ধি ভগবান দান করেন। অতএব মূল কথাটি হচ্ছে যে, দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা সর্ব কারণের পরম কারণ পরম সত্য বা পরমব্রহ্মকে কখনই জানা যায় না, কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, কারণ তাঁর ভক্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত। অতএব *ভগবদ্গীতাকে* স্বয়ং পরম সত্যের এই গ্রহলোকে অবতরণকালে তাঁর মুখনিঃসৃত শাস্ত্রগ্রন্থ বলে গ্রহণ করা উচিত। কোন বুদ্ধিমান মানুষ যদি ভগবান সম্বন্ধে জানতে চান, তা হলে সদ্গুরুর পরিচালনায় এই দিব্য গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা তাঁর কর্তব্য। তা হলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানা অত্যন্ত সহজ হবে।

শ্লোক ২৪

ন চৈতে পুত্রক ভ্রাতুর্হন্তারো ধনদানুগাঃ ।
বিসর্গাদানয়োস্তাত পুংসো দৈবং হি কারণম্ ॥ ২৪ ॥

ন—কখনই না; **চ**—ও; **এতে**—এই সমস্ত; **পুত্রক**—হে বৎস; **ভ্রাতুঃ**—তোমার ভাইয়ের; **হন্তারঃ**—হত্যাকারী; **ধনদ**—কুবেরের; **অনুগাঃ**—অনুগামীগণ; **বিসর্গ**—জন্মের; **আদানয়োঃ**—মৃত্যুর; **তাত**—হে বৎস; **পুংসঃ**—জীবের; **দৈবম্**—ভগবান; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

হে বৎস! কুবেরের অনুচর এই সমস্ত যক্ষরা তোমার ভ্রাতা উত্তমের বধকর্তা নয়। জীবের জন্ম এবং মৃত্যু সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবানের দ্বারাই হয়।

শ্লোক ২৫

স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ ।
অথাপি হ্যনহঙ্কারান্নাজ্যতে গুণকর্মভিঃ ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **সঃ**—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবতি**—পালন করেন; **হন্তি**—সংহার করেন; **চ**—ও; **অথ অপি**—অধিকন্তু; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনহঙ্কারাৎ**—অহঙ্কার-রহিত হওয়ার ফলে; **ন**—না; **অজ্যতে**—আবদ্ধ হয়; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং যথা সময়ে ধ্বংস করেন, কিন্তু যেহেতু তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত, তাই তিনি কখনও এই সমস্ত কার্যজনিত অহঙ্কারের দ্বারা অথবা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অনহঙ্কার* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অহঙ্কার-রহিত'। বদ্ধ জীবের অহঙ্কার রয়েছে, এবং তার কর্মের ফলে সে এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রাপ্ত হয়। কখনও সে দেবদেহ প্রাপ্ত হয়ে সেই দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। তেমনই, যখন সে একটি কুকুরের দেহ প্রাপ্ত হয়, তখনও সে তার দেহটিকেই

তার স্বরূপ বলে মনে করে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সেই রকম কোন দেহ-দেহী ভেদ নেই। তাই *ভগবদ্গীতায়* প্রমাণিত হয়েছে যে, কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভাব না জেনে, তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, সে হচ্ছে একটি মহামূর্খ। ভগবান বলেছেন, *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি*—তিনি কখনও তাঁর কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। আমাদের যে জড় দেহ রয়েছে, তাতেই প্রমাণিত হয় যে, আমরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত। অর্জুনকে ভগবান বলেছেন, "পূর্বে তোমার এবং আমার বহু বহুবার জন্ম হয়েছে। সেই সম্বন্ধে আমার সব মনে আছে, কিন্তু তোমার নেই।" সেটিই হচ্ছে বদ্ধ জীব এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য। পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মার কোন জড় দেহ নেই, এবং যেহেতু তাঁর জড় দেহ নেই, তাই তাঁর কোন কর্মের দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হন না। মায়াবাদীরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহও জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণের প্রভাব থেকে সৃষ্ট, এবং তারা কৃষ্ণের দেহ থেকে কৃষ্ণের আত্মাকে পৃথক বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীবের শরীর যদি সত্ত্ব গুণাত্মকও হয়, তবুও তা জড়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শরীর কখনই জড় নয়; তা চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণের কোন অহঙ্কার নেই, কারণ তিনি কখনও অনিত্য জড় দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেন না। তাঁর দেহ সর্বদাই নিত্য-শাশ্বত; তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে এই জগতে অবতরণ করেন। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *পরং ভাবম্* । *পরং ভাবং* এবং *দিব্যম্* শব্দগুলি শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্লোক ২৬

এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ ।
স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ ॥ ২৬ ॥

এষঃ—এই; **ভূতানি**—সমস্ত সৃষ্ট জীব; **ভূত-আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **ভূত-ঈশঃ**—সকলের নিয়ন্তা; **ভূত-ভাবনঃ**—সকলের পালনকর্তা; **স্ব-শক্ত্যা**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তি; **যুক্তঃ**—তার মাধ্যমে; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অত্তি**—ধ্বংস করেন; **চ**—এবং; **পাতি**—পালন করেন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং পালনকর্তা; তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে তিনি সকলের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির ব্যাপারে দুই প্রকার শক্তি রয়েছে। ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, কিন্তু চিৎ-জগৎ হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তিনি সর্বদাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং এই জড়া প্রকৃতি থেকে তিনি সর্বদাই পৃথক থাকেন। তাই ভগবদ্গীতায় *(৯/৪)* ভগবান বলেছেন, *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ*—"সমস্ত জীব আমাতে অথবা আমার শক্তিতে বিরাজ করছে, কিন্তু আমি সর্বত্র অবস্থিত নই।" তিনি স্বয়ং সর্বদা চিৎ-জগতে অবস্থিত। জড় জগতেও, যেখানে ভগবান স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, তাও চিৎ-জগৎ বলে বুঝতে হবে। যেমন, ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা মন্দিরে পূজিত হন। তাই মন্দিরকেও চিৎ-জগৎ বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ২৭

তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং
সর্বাত্মনোপেহি জগৎপরায়ণম্ ।
যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি
গাবো যথা বৈ নসি দামযন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

তম্—তাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **অমৃতম্**—অমরত্ব; **তাত**—হে বৎস; **দৈবম্**—ভগবান; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **উপেহি**—শরণাগত হও; **জগৎ**—জগতের; **পরায়ণম্**—পরম লক্ষ্য; **যস্মৈ**—যাকে; **বলিম্**—নৈবেদ্য; **বিশ্ব-সৃজঃ**—ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতা; **হরন্তি**—বহন করেন; **গাবঃ**—বৃষ; **যথা**—যেমন; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **নসি**—নাকে; **দাম**—রজ্জুর দ্বারা; **যন্ত্রিতাঃ**—নিয়ন্ত্রিত।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! তুমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও, যিনি জগতের উন্নতির পরম লক্ষ্য। ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ পর্যন্ত সকলেই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে কার্য করছেন, ঠিক যেমন নাসাবদ্ধ বলীবর্দ তার প্রভুর কার্য করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

পরম নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করাই হচ্ছে ভবরোগ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জড়-জাগতিক জীবন শুরু হয় তখন থেকে, যখন আমরা পরম নিয়ন্তাকে

ভুলে গিয়ে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা করি। জড় জগতে সকলেই, ব্যক্তিগতভাবে, রাষ্ট্রগতভাবে, সমাজগতভাবে এবং অন্যান্য বহুভাবে পরম নিয়ন্তা হওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। ধ্রুব মহারাজকে তাঁর পিতামহ যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তাঁর চিন্তা হয়েছিল যে, ধ্রুব মহারাজ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে সমগ্র যক্ষজাতি নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাই এই শ্লোকে স্বায়ম্ভুব মনু পরম নিয়ন্তার মহিমা বিশ্লেষণ করে, ধ্রুব মহারাজের অহঙ্কারজনিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ লেশটুকু পর্যন্ত নির্মূল করার চেষ্টা করেছেন। *মৃত্যুম্ অমৃতম্*, 'মৃত্যু এবং অমরত্ব' শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, "মৃত্যুরূপে আমি অসুরদের থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিই।" অসুরদের কাজ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করে নিরন্তর বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করা। অসুরদের বার বার মৃত্যু হতে থাকে এবং জড় জগতে কর্মের বন্ধন সৃষ্টি করে তাতে জড়িয়ে পড়ে। অসুরদের কাছে ভগবান মৃত্যুস্বরূপ, কিন্তু ভক্তদের কাছে তিনি হচ্ছেন অমৃততুল্য। যাঁরা নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই অমৃতত্ব লাভ করেছেন, কারণ এই জীবনে তাঁরা যা কিছু করছেন, তাঁদের পরবর্তী জীবনেও তাঁরা তাই করতে থাকবেন। তাঁদের চিন্ময় দেহ লাভের জন্য কেবল জড় দেহটির পরিবর্তন হবে। অসুরদের মতো তাঁদের জড় দেহের পরিবর্তন করতে হয় না। তাই ভগবান একাধারে মৃত্যু এবং অমরত্ব। অসুরদের কাছে তিনি মৃত্যু কিন্তু ভক্তদের কাছে তিনি অমরত্ব। তিনি সকলেরই চরম লক্ষ্য, কারণ তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, কোন রকম ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ না করে, সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হওয়ার। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, "তা হলে দেবতাদের পূজা করা হয় কেন?" এখানে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, দেবতাদের পূজা করে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা। তা ছাড়া, দেবতারা যজ্ঞের নৈবেদ্য স্বীকার করেন পরমেশ্বর ভগবানের চরম সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই।

শ্লোক ২৮

যঃ পঞ্চবর্ষো জননীং ত্বং বিহায়
মাতুঃ সপত্ন্যা বচসা ভিন্নমর্মা ।
বনং গতস্তপসা প্রত্যগক্ষ-
মারাধ্য লেভে মূর্ধ্নি পদং ত্রিলোক্যাঃ ॥ ২৮ ॥

যঃ—যে; **পঞ্চ-বর্ষঃ**—পাঁচ বছর বয়সে; **জননীম্**—মায়ের; **ত্বম্**—তুমি; **বিহায়**—ছেড়ে; **মাতুঃ**—মায়ের; **স-পত্ন্যাঃ**—সতীনের; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **ভিন্ন-মর্মা**—হৃদয়ে শোকাকুল হয়ে; **বনম্**—বনে; **গতঃ**—গিয়েছিলে; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **প্রত্যক্-অক্ষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলে; **মূর্ধ্নি**—সর্বোচ্চ; **পদম্**—পদ; **ত্রিলোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তোমার মাতার সতীনের বাণীতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে, তোমার মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি যোগপদ্ধতি অনুশীলন করার জন্য বনে গিয়েছিলে। তার ফলে তুমি ইতিমধ্যেই ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছ।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যে তাঁর বংশধর, সেই জন্য মনু অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কারণ পাঁচ বছর বয়সে ধ্রুব পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন, এবং ছয় মাসের মধ্যে তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন মনুবংশের অথবা মানব পরিবারের গৌরব। মনুষ্য পরিবার শুরু হয় মনু থেকে। *মনুষ্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে মনুর বংশধর। ধ্রুব মহারাজ কেবল স্বায়ম্ভুব মনুর পরিবারেরই গৌরব ছিলেন না, তিনি সমগ্র মানব-সমাজের গৌরব। ধ্রুব মহারাজ যেহেতু ইতিমধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন, তাই তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, তিনি যেন এমন কিছু না করেন, যা শরণাগত আত্মার পক্ষে অশোভন।

শ্লোক ২৯

তমেনমঙ্গাত্মনি মুক্তবিগ্রহে
ব্যপাশ্রিতং নির্গুণমেকমক্ষরম্ ।
আত্মানমন্বিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃগ্
যস্মিন্নিদং ভেদমসৎপ্রতীয়তে ॥ ২৯ ॥

তম্—তাঁকে; **এনম্**—তা; **অঙ্গ**—হে ধ্রুব; **আত্মনি**—মনে; **মুক্ত-বিগ্রহে**—ক্রোধমুক্ত; **ব্যপাশ্রিতম্**—অবস্থিত; **নির্গুণম্**—চিন্ময়; **একম্**—এক; **অক্ষরম্**—অক্ষর ব্রহ্ম; **আত্মানম্**—আত্মা; **অন্বিচ্ছ**—অন্বেষণ করার চেষ্টা কর; **বিমুক্তম্**—অমল;

আত্মদৃক্—পরমাত্মার প্রতি উন্মুখ; **যস্মিন্**—যাতে; **ইদম্**—এই; **ভেদম্**—ভেদ; **অসৎ**—অবাস্তব; **প্রতীয়তে**—মনে হয়।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! তাই তুমি অক্ষর ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার চেতনা নিবদ্ধ কর। তোমার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি উন্মুখ হও, এবং তার ফলে, আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা তুমি দেখবে যে, জড়-জাগতিক সমস্ত ভেদগুলি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।

তাৎপর্য

আত্ম-উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জীবের দৃষ্টিভঙ্গি তিন প্রকার। দেহাত্মবুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জীব দেহের ভিত্তিতে পার্থক্য দর্শন করে। জীব প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীরে ভ্রমণ করে, কিন্তু দেহের এই সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও সে নিত্য। তাই, জীবকে যখন দেহাত্মবুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করা হয়, তখন একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হয়। মনু চেয়েছিলেন ধ্রুব মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করতে, যিনি যক্ষদের তাঁর থেকে ভিন্নরূপে অথবা শত্রুরূপে দর্শন করছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে কেউই কারও শত্রু নয়, অথবা বন্ধু নয়। কর্মের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করছে, কিন্তু কেউ যখন তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি আর কর্মের সেই নিয়মজনিত ভেদ দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে, *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলা হয়েছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

ভগবদ্ভক্ত, যিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন, তিনি কখনও বাহ্য শরীরের ভিত্তিতে ভেদ দর্শন করেন না; তিনি সমস্ত জীবকেই আত্মারূপে, ভগবানের নিত্য দাসরূপে দর্শন করেন। মনু ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই দৃষ্টির মাধ্যমে সব কিছু দর্শন করতে। তিনি তাঁকে বিশেষভাবে সেই উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, এবং তার পক্ষে সাধারণ মানুষের মতো দৃষ্টি নিয়ে অন্য জীবেদের দর্শন করা উচিত ছিল না। পরোক্ষভাবে মনু ধ্রুব মহারাজকে দেখিয়েছিলেন যে, জড় আসক্তির ফলে ধ্রুব মহারাজ তাঁর ভাইকে তাঁর আত্মীয় এবং যক্ষদের তাঁর শত্রু বলে মনে করেছিলেন। মানুষ যখন ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, তখন এই প্রকার ভেদদর্শন দূর হয়ে যায়।

শ্লোক ৩০

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥ ৩০ ॥

ত্বম্—তুমি; **প্রত্যক্-আত্মনি**—পরমাত্মাকে; **তদা**—তখন; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অনন্তে**—যিনি অসীম; **আনন্দ-মাত্রে**—সমস্ত আনন্দের যিনি উৎস; **উপপন্ন**—সমন্বিত; **সমস্ত**—সমগ্র; **শক্তৌ**—শক্তি; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **বিধায়**—সম্পাদন করার দ্বারা; **পরমাম্**—পরম; **শনকৈঃ**—অতি শীঘ্র; **অবিদ্যা**—মায়ার; **গ্রন্থিম্**—গ্রন্থি; **বিভেৎস্যসি**—খুলে দেবে; **মম**—আমার; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **প্ররূঢ়ম্**—সুদৃঢ়।

অনুবাদ

এইভাবে তোমার স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে এবং সমস্ত আনন্দের উৎস ও পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার দ্বারা তুমি অচিরেই 'আমি' এবং 'আমার' এই মোহ থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন মুক্ত পুরুষ, কারণ পাঁচ বছর বয়সে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি নিজেকে উত্তমের ভ্রাতা বলে মনে করার ফলে, সাময়িকভাবে মায়াচ্ছন্ন হয়েছিলেন। সমগ্র জড় জগৎ 'আমি' এবং 'আমার' এই মনোভাবের ভিত্তিতে কার্য করছে। সেটিই হচ্ছে জড় জগতের প্রতি আকর্ষণের মূল কারণ। কেউ যদি মায়িক ধারণার ভিত্তি—'আমি' এবং 'আমার' এই ধারণার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তা হলে তাকে বিভিন্ন প্রকার উচ্চ অথবা ঘৃণিত অবস্থায় এই জড় জগতে থাকতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, ধ্রুব মহারাজকে ঋষিগণ এবং মনু মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন 'আমি' এবং 'আমার', এই জড় ধারণা পোষণ না করেন। কেবল ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই অনায়াসে এই মায়া দূর করা যায়।

শ্লোক ৩১

সংযচ্ছ রোষং ভদ্রং তে প্রতীপং শ্রেয়সাং পরম্ ।
শ্রুতেন ভূয়সা রাজন্নগদেন যথাময়ম্ ॥ ৩১ ॥

সংযচ্ছ—নিয়ন্ত্রণ কর; **রোষম্**—ক্রোধ; **ভদ্রম্**—সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ; **তে**—তোমার; **প্রতীপম্**—শত্রু; **শ্রেয়সাম্**—সমস্ত শুভের; **পরম্**—অগ্রণী; **শ্রুতেন**—শ্রবণ করার দ্বারা; **ভূয়সা**—নিরন্তর; **রাজন**—হে রাজন্; **অগদেন**—চিকিৎসার দ্বারা; **যথা**—যেমন; **আময়ম্**—রোগ।

অনুবাদ

হে রাজন! আমি তোমাকে যা বলেছি, সেই সম্বন্ধে একটু বিচার কর। তা রোগের ঔষধের মতো কাজ করবে। তোমার ক্রোধ সংবরণ কর, কারণ পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রোধ হচ্ছে সব চাইতে বড় শত্রু। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। তুমি আমার উপদেশ পালন কর।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন মুক্ত পুরুষ, এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি কারও প্রতি ক্রুদ্ধ হননি। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন একজন রাজা, তাই রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিছুক্ষণের জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। তাঁর ভ্রাতা উত্তম ছিল নির্দোষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক যক্ষ তাঁকে বধ করেছিল। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন রাজা, তাই তাঁর কর্তব্য ছিল অপরাধীকে বধ করা (জীবনের বদলা জীবন)। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধ্রুব মহারাজ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন এবং যক্ষদের যথেষ্টরূপে দণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রোধ এমনই যে, তাকে বাড়তে দিলে তা অন্তহীনভাবে বেড়ে চলে। ধ্রুব মহারাজের রাজোচিত ক্রোধ যাতে সীমা অতিক্রম না করে, সেই জন্য মনু কৃপাপরবশ হয়ে তাঁর পৌত্রের ক্রোধ প্রতিহত করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতামহের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তিনি যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন। এই শ্লোকে *শ্রুতেন ভূয়সা* শব্দগুলি, যার অর্থ হচ্ছে 'নিরন্তর শ্রবণের দ্বারা' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে নিরন্তর শ্রবণের ফলে, ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল ক্রোধকে সংবরণ করা যায়। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ বলেছেন যে, ভগবানের লীলা নিরন্তর শ্রবণ করাই হচ্ছে সকল ভবরোগের মহৌষধ। তাই সকলেরই পরমেশ্বর ভগবানের কথা নিরন্তর শ্রবণ করা উচিত। এই শ্রবণের দ্বারা সর্বদা মনের সাম্য বজায় রাখা যায়, এবং তার ফলে পারমার্থিক প্রগতি বাধা প্রাপ্ত হয় না।

দুরাচারীদের প্রতি ধ্রুব মহারাজের ক্রোধ যথাযথ ছিল। এই সূত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়—নারদ মুনির উপদেশে একটি সাপ ভক্তে পরিণত হয়। নারদ মুনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে যেন আর কাউকে দংশন না করে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত লোকেরা সেই সাপের অহিংসক ব্রতের সুযোগ নিতে শুরু করে, বিশেষ করে শিশুরা তার প্রতি পাথর ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাপটি কাউকে কামড়ায় না, কারণ সেটি ছিল তার গুরুদেবের উপদেশ। কিছুকাল পর তার গুরুদেব নারদ মুনির সহিত সাপটির যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন সে অভিযোগ করেছিল, "আমি নির্দোষ জীবেদের দংশন করার বদভ্যাস ত্যাগ করেছি, কিন্তু তারা আমার প্রতি পাথর ছুঁড়ে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে।" সেই কথা শুনে নারদ মুনি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "দংশন করো না, তবে তোমার ফণা বিস্তার করে তাদের ভয় দেখাতে ভুল না। তা হলে তারা পালিয়ে যাবে।" তেমনি, ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই অহিংস; তিনি সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত। কিন্তু এই জগতে, অন্যরা যখন উৎপাত করে, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্তত কিছুকালের জন্য ক্রুদ্ধ হতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৩২

যেনোপসৃষ্টাৎপুরুষাল্লোক উদ্বিজতে ভৃশম্ ।
ন বুধস্তদ্বশং গচ্ছেদিচ্ছন্নভয়মাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

যেন—যার দ্বারা; **উপসৃষ্টাৎ**—অভিভূত হয়ে; **পুরুষাৎ**—পুরুষের দ্বারা; **লোকঃ**—প্রত্যেকে; **উদ্বিজতে**—উদ্বিগ্ন হয়; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ন**—কখনই না; **বুধঃ**—পণ্ডিত ব্যক্তি; **তৎ**—ক্রোধের; **বশম্**—বশীভূত; **গচ্ছেৎ**—যাওয়া উচিত; **ইচ্ছন্**—ইচ্ছুক; **অভয়ম্**—নির্ভীকতা, মুক্তি; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী, তার কখনই ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি অন্য সকলের উদ্বেগের কারণ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তের বা সাধু ব্যক্তির কখনও অন্যের উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত নয়, এবং অন্যদেরও তাঁর উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত নয়। কেউ যদি অন্যদের

প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন না হয়, তা হলে কেউই তাঁর শত্রু হবে না। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর শত্রুরা তাঁকে ক্রুশ বিদ্ধ করেছিল। আসুরিক ব্যক্তিরা সব সময়ই থাকবে, এবং তারা সাধুদেরও দোষ দর্শন করবে। কিন্তু শত উত্তেজনাতেও সাধুর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৩৩

হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্ ।
যজ্জঘ্নিবান্ পুণ্যজনান্ ভ্রাতৃঘ্নানিত্যমর্ষিতঃ ॥ ৩৩ ॥

হেলনম্—দুর্ব্যবহার; **গিরিশ**—শিবের; **ভ্রাতুঃ**—ভ্রাতা; **ধনদস্য**—কুবেরকে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছে; **যৎ**—যেহেতু; **জঘ্নিবান্**—তুমি হত্যা করেছ; **পুণ্য-জনান্**—যক্ষদের; **ভ্রাতৃ**—তোমার ভ্রাতার; **ঘ্নান্**—হত্যাকারীদের; **ইতি**—এইভাবে (চিন্তা করে); **অমর্ষিতঃ**—ক্রুদ্ধ।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! তুমি মনে করছ যে, যক্ষরা তোমার ভ্রাতাকে হত্যা করেছে, এবং তাই তুমি বহুসংখ্যক যক্ষকে হত্যা করেছ। কিন্তু তোমার এই আচরণের দ্বারা তুমি শিবের ভ্রাতা, যিনি দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ সেই কুবেরকে ক্ষুব্ধ করেছ। তুমি ভেবে দেখ যে, তোমার আচরণ কুবের এবং শিবের প্রতি অত্যন্ত অসম্মান-জনক হয়েছে।

তাৎপর্য

মনু উল্লেখ করেছেন যে, যক্ষরা কুবেরের পরিবারভুক্ত বলে ধ্রুব মহারাজ শিব এবং তাঁর ভ্রাতা কুবেরের প্রতি অপরাধ করেছেন। যক্ষরা সাধারণ ব্যক্তি নন। তাঁদের *পুণ্যজনান্* বা পুণ্যবান ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে কারণেই হোক না কেন, কুবের ধ্রুবের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এবং তাই ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে শান্ত করার জন্য।

শ্লোক ৩৪

তং প্রসাদয় বৎসাশু সন্নত্যা প্রশ্রয়োক্তিভিঃ ।
ন যাবন্মহতাং তেজঃ কুলং নোঽভিভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

তম্—তাঁকে; **প্রসাদয়**—শান্ত কর; **বৎস**—হে বৎস; **আশু**—শীঘ্র; **সন্নত্যা**—প্রণতি নিবেদন করার দ্বারা; **প্রশ্রয়া**—শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের দ্বারা; **উক্তিভিঃ**—নম্র বচনের দ্বারা; **ন যাবৎ**—পূর্বে; **মহতাম্**—মহা পুরুষদের; **তেজঃ**—ক্রোধ; **কুলম্**—বংশ; **নঃ**—আমাদের; **অভিভবিষ্যতি**—অভিভূত হবে।

অনুবাদ

হে বৎস! সেই কারণে, কুবেরের ক্রোধে আমাদের বংশ অভিভূত হওয়ার পূর্বেই বিনম্র বচন, প্রণতি এবং স্তুতির দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন কর।

তাৎপর্য

আমাদের আচরণের দ্বারা সকলের প্রতি বন্ধুত্ব বজায় রাখা উচিত, বিশেষ করে কুবেরের মতো একজন মহান দেবতার প্রতি। আমাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত যে, কেউ যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হন। মানুষ ক্রুদ্ধ হলে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি, পরিবারের প্রতি অথবা সমাজের প্রতি হানি সাধন করতে পারে।

শ্লোক ৩৫

এবং স্বায়ম্ভুবঃ পৌত্রমনুশাস্য মনুর্ধ্রুবম্ ।
তেনাভিবন্দিতঃ সাকমৃষিভিঃ স্বপুরং যযৌ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্বায়ম্ভুবঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **পৌত্রম্**—তাঁর পৌত্রকে; **অনুশাস্য**—উপদেশ প্রদান করে; **মনুঃ**—মনু; **ধ্রুবম্**—ধ্রুব মহারাজকে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **অভিবন্দিতঃ**—সংস্তুত হয়ে; **সাকম্**—সহ; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ; **স্ব-পুরম্**—তাঁর নিজের আলয়ে; **যযৌ**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পৌত্র ধ্রুব মহারাজকে এইভাবে শিক্ষা প্রদান করে তাঁর দ্বারা সংস্তুত হয়ে, মহর্ষিগণ সহ তাঁর আলয়ে গমন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ধ্রুব মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।